উপমহাদেশে 'ইসলামি সাম্রাজ্য' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা জঙ্গি জোটের

বাসুদেব ধর

ঢাকা, ২৪ মার্চ— ভারতীয় উপমহাদেশে 'ইসলামি সাম্রাজ্য' প্রতিষ্ঠায় জোটবদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও মায়ানমারের কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন। লক্ষ্য নতুন একটি দেশ গঠন। জঙ্গি জোটের অন্যতম শরিক জামায়াত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর চট্টগ্রাম জেলা কমান্ডার ও জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের সাবেক নেতা এরশাদ হোসেন মামুন গতকাল সকালে ধরা পড়ার পর এ চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গেছে। তাকে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। মামুনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইসলামিক স্টেটের (আইএস) মতো পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে তারা। আইএস এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহায়তাও দিচ্ছে। জোটের নাম দেওয়া হয়েছে, 'ইসলামিক ল অ্যান্ড ফোর্স অব হিন্দুস্তান।' পুলিশ জানিয়েছে, মামুনকে গ্রেফতারের পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। জানা গেছে, এই জোটে বাংলাদেশ থেকে রয়েছে হরকাতুল জিহাদ, হিজবুত তাহরীর, জেএমবি ও আনসারউল্লাহ বাংলা টিম। জোটের শীর্ষ নেতারা গত অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে গোপন বৈঠক করেছেন। সিরিয়ার নাগরিক আইএস-এর এক শীর্ষ নেতা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয় ওই বৈঠকে। বৈঠকের পর থেকে ই-মেলে ও মোবাইল ফোনে আইএস ও জঙ্গি জোটের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে।

চট্টগ্রামের নিউ মনসুরাবাদ বাগানবাড়ি সংলগ্ন শাপলার মোড়ে রেললাইনের কাছে একটি বাড়ি থেকে পুলিশ মামুনকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে গ্রেনেড তৈরির বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম, গান পাউডার ও জিহাদি বইপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। মামুনের বাড়ি দিনাজপুরে। মামুন পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, ২০২০ সালের মধ্যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে তারা কাজ করছে। জোটের হিট লিস্টে সশস্ত্র বাহিনী, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রয়েছেন। মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অফিস-আদালত ও শিল্প-কারখানায় তাদের কাজ চলছে। মামুন আরও বলেছে, চট্টগ্রামে খেলাফত প্রতিষ্ঠায় দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে প্রায় হাজারের মতো সদস্য দাওয়াতি কার্যক্রমে যোগ দিয়েছে, যেখানে ১৫০ জন এহসার সদস্য, ২৫০ জন গায়েবে এহসার সদস্য এবং ৫০০ আনসার সদস্য রয়েছে। মামুনের দেওয়া তথ্য অনুসারে, 'ইসলামিক ল অ্যান্ড ফোর্স অব হিন্দুস্তান' বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, র‍্যাব, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড ও পুলিশকে সবচেয়ে বড় বাধা মনে করছে। খেলাফত প্রতিষ্ঠায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলে সবচেয়ে বড় বাধা কীভাবে আসবে সেভাবে পরিকল্পনা নিয়েই জোট কাজ করছে। জানা গেছে, চট্টগ্রামে জেএমবি-র পরিচালিত প্রায় ১০০টি দোকান রয়েছে। জেএমবি কর্মীরা অন্যান্য ব্যবসায়েও যুক্ত। চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের কমিশনার আবদুল জলিল মণ্ডল বলেছেন, এই জঙ্গি সংগঠনগুলোর পেছনে জামায়াত-শিবিরেরও মদত রয়েছে। জামায়াত-শিবির কর্মীরা নানাভাবে তাদের সহায়তা করছে। অইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীই তাদের মূল লক্ষ্য।

সূর্যোদয় — ৫ টা ৪২ মিনিট

সূর্যাস্ত — ৫ টা ৪৪ মিনিট

পূর্বাভাস

আগামী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আকাশ আংশিক কুয়াশাচ্ছন্ন।

পরে পরিষ্কার হওয়ার স